দৈনিক বাংলা

26

তারিখ 27 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সমাজ উন্নয়নে অবসরপ্রাপ্তদের ভূমিকা

আবদুল আজিজ চৌধুরী

মনীষীগণের মতে এ জীবন কর্মময় মরিলে বিশ্রাম হয়। তাই সরকারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর কর্মহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরিবর্তে অবসর জীবনের প্রেক্ষাপটে একজন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর নিজের, পরিবারের, সমাজের তথা দেশের স্বার্থেই কর্মময় জীবনের পরিকল্পনা নতুন করে প্রণয়ন ও তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। চাকরি জীবনে একজন সরকারী কর্মচারীকে নির্দিষ্ট কোন বিভাগের সীমিত ক্ষেত্র বা গন্ডীর মধ্যে দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর তাঁকে শহর বা গ্রাম এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ, পেশা, রুচি ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশে এবং বৃহত্তর পরিসর বা গন্ডীর মধ্যে বাস করতে হয়। দীর্ঘ চাকরি জীবনের এক ঘেয়েও ধরা বাঁধা জীবনের পরিবর্তে অবসর জীবনে যখন বৃহত্তর পরিসর বা গন্ডির মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশে একজন সরকারী কর্মচারীর জীবন যাপন নতুন করে শুরু হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে অনাগত ও অবশিষ্ট জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হতে দেখা যায়। কর্মহীন জীবনের স্থবিরতা, মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা এবং সর্বোপরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে তাঁর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং বিভিন্ন রোগ শোক, ও দুশ্চিন্তায় পড়েন তিনি। তাই অবসর জীবনকে কর্মময় করে প্রত্যেক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীকে নিজের ইহকাল ও পর কালের শান্তি নিশ্চিত করা এবং সমাজ তথা জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা আবশ্যক।

চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর স্বাভাবিকভাবেই একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর মনে পৃথিবী হতে অবসর বা চির বিদায়ের কথা জাগ্রত হয় এবং তিনি পর কালের সুখ শান্তির কথা স্মরণ করে ধর্মীয় ভাব ও চেতনার অধিকারী হন। তাই অবসর গ্রহণের পর কাউকে দেখা যায় হজ্বরত পালন করতে কাউকে তাবলীগ জামাতে অংশ গ্রহণ করতে, কাউকে পীর মোর্শেদের দরবারে দীক্ষা গ্রহণ করতে। এ সমস্ত কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে তাঁর বাকী জীবন এবং পর কালের অনন্ত জীবনের সুখ ও শান্তিকে নিশ্চিত করা। আমাদের সমাজে বিরাজমান সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে একজন অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনপূর্বক ইহকালের অবসর জীবন ও পরকালের অনন্ত জীবনের সুখ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

পেশাগত ক্ষেত্রের উন্নতি বা উৎকর্ষ সাধনের ভূমিকায় অংশ গ্রহণে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিভাগ বা ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক দুর্বলতা ও পেশাগত দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা রোধ করা না গেলে জাতি এক মহাদুর্যোগের কবলে পতিত হবে বলে সকলেই আশংকা প্রকাশ করছেন। তাই অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে যদি তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বই পুস্তকের মাধ্যমে উত্তরসূরীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তুলে ধরতে পারেন, তাহলেও তিনি এক দিকে নিজের অবসর জীবনের যেমন কর্মময় করে তুলতে পারবেন তেমনি তার লেখা প্রবন্ধ ও বই পুস্তক হতে অন্যরাও উপকৃত হতে পারে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জাতীয় প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ

নিরক্ষরতা জাতীয় অভিশাপ বলে গত তিন যুগ ধরে বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগে যথা কৃষি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে প্রণীত ও সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রায় অধিকাংশ উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি এবং তার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা অপরিহার্য। গত তিন যুগ ধরে আমাদের সাক্ষরতার হার মাত্র ৫% বাড়লেও শিক্ষাবঞ্চিতের সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক গুণ বেড়েছে। শিক্ষাবঞ্চিত জনসংখ্যা দেশের সম্পদের পরিবর্তে বোঝা হিসাবে গণ্য বলে দেশের মাথাপিছু উৎপাদন দক্ষতা যেমন হ্রাস পায় তেমনি মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও কম হওয়ায় আগামী ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং সারাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু হয়েছে। সরকারের এ মহৎ প্রচেষ্টায় শহর ও গ্রাম এলাকায় বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীগণ যদি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে একদিকে তাদের ইহকালের অবশিষ্ট জীবন কর্মময় হবে, অন্যদিকে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও উন্নতিতে অবদান রাখতে পারলে জাতিও উপকৃত হবে।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীগণ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে অন্যদের তুলনায় শিক্ষাকর্মসূচীর বাস্তবায়নে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। তাই গ্রাম ও শহর এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর অবসর জীবনকে সব চেয়ে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখতে পারেন।

সামাজিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে অংশগ্রহণে-সত্য ও ন্যায়নীতির ওপর ভিত্তি করে স্মরণাতীত কাল হতে আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল, সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সত্যের জায়গায় মিথ্যা, ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায় এবং নীতির পরিবর্তে দুর্নীতিই সমাজে নেতৃত্ব করছে। সামাজিক মূল্যবোধের এ অবক্ষয়কে রোধ করে সমাজ জীবনে পুনরায় সত্য ও ন্যায় নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে কারও পক্ষেই সুখ-শান্তি দূরে থাক, জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস সম্ভব হবে না। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে তাই সামাজিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কাজে অংশগ্রহণ করে তাঁর এবং সমাজে বসবাসরত অন্যদের জীবনের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

পল্লী ও শহর এলাকায় সরকার কর্তৃক শিক্ষা কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় সমাজ সেবা, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে গঠিত কমিটি বা সংস্থার সঙ্গে অবসরপ্রাপ্তদের সম্পৃক্ত করলে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহজতর হতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগের কথা ভেবে দেখা দরকার।

—(লেখক অবসরপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক—শিক্ষা)।